বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের

অর্থনৈতিক স্বরূপ অনুসন্ধান

খান ফেরদৌসর রহমান

মহাপরিচালকের কথা

চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর এবং জনপ্রিয় গণমাধ্যম। তাই চলচ্চিত্রশিল্পের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষঙ্গ অনুসন্ধান করা জরুরি। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে "বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের গবেষণা ফেলোশিপ কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে।

এ গবেষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও ঢাকাই চলচ্চিত্র ঠিক চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে পারছে না কেন– এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন গবেষক। চলচ্চিত্রের শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দিকটি তিনি এ সমীক্ষণের আওতায় এনেছে। স্বল্প সময়ে এবং নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গবেষক বিষয়টি বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন, সেজন্য আমি গবেষককে অভিনন্দন জানাই।

চলচ্চিত্রানুরাগী পাঠক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ গবেষণালব্ধ এ-গ্রন্থ থেকে দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক অবস্থা বুঝতে সমর্থ হবেন। গবেষণার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, গবেষণার মান এবং বর্তমান চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণাপত্রটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমি গবেষক খান ফেরদৌসর রহমান, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. রোবায়েত ফেরদৌস, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সহকর্মী এবং অন্যান্য যারা এ গবেষণার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
জুন ২০১৬/ আষাঢ় ১৪২৩

নিম্নরূপঃ

- সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে গবেষকের মতামত কিংবা সিদ্ধান্তের পাশাপাশি গবেষিতদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশের একটি ক্ষেত্র তৈরির জন্য সামাজিক গবেষণার সাফল্য অনস্বীকার্য। আর গবেষিত এলাকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর চলমান বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

- চলচ্চিত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে গবেষিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর চলমান চিত্রায়ণ বিশ্লেষণ করা যায়। আর এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে একটা চিত্র ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে গবেষিত অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সত্যতা সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া জরুরী।

- নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পণ্যের মান বজায় রেখে ভোক্তার চাহিদা এবং সন্তুষ্টি নিরূপন করতে প্রয়োজন বিভিন্ন গবেষণা। চলচ্চিত্র আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। সেজন্য গবেষণার বিষয় নির্বাচনে সময়োপযোগিতা ও বৈচিত্র্য একান্ত প্রয়োজন। উন্নত গবেষণার মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রকে আরও জনমুখী ও উন্নত করা প্রয়োজন গণমানুষের উন্নয়নে। তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যমকে আরও সমৃদ্ধ করা দরকার। আর এটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার অপরিহার্য। সেজন্য গবেষণার মৌলিকত্ব এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ানো প্রয়োজন।

- বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দর্শকের বহুমুখী ভূমিকাকে অথবা বিভিন্ন দর্শক শ্রেণির চলচ্চিত্র উপলব্ধি বা আস্বাদনের পার্থক্য নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। আর এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং দর্শক প্রবণতা নিয়ে মানসম্মত গবেষণা এখনও পর্যন্ত উপেক্ষিত। প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলোর বিকাশ সন্তোষজনক হলেও চলচ্চিত্র এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। মাত্র দেড় যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি আজ বেশ দাপটের সাথে চলছে এবং সৃষ্টি করেছে অনেক কর্মসংস্থান। সেই তুলনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আজ অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। দর্শক হারিয়ে আজ তা প্রায় মৃত শিল্পে পরিণত হয়েছে। অতএব, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান করার জন্য গ্রহণকৃত এই গবেষণা প্রকল্পের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

- যেহেতু গবেষণাটির সাথে জনমনে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম গণমাধ্যম চলচ্চিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট জ্ঞানকর্মকান্ডীয় পরিসরে বিষয়টির অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক।

- চলতি গবেষণাটি প্রাথমিক যাত্রা হলেও ভবিষ্যৎ গবেষকদের দিক নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে এবং সমাজ গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে করবে আরোও প্রসারিত। তাছাড়া এই গবেষণাটি নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়। সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা পেতে হলে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

- বাংলাদেশী চলচ্চিত্র ক্রান্তিকাল অতিক্রম করলেও পরিবর্তনের একটা আকাঙ্খা সর্বমহলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চলচ্চিত্রের ধস এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে তার দায় নিরূপণ করা জরুরী।

- দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ জানা সম্ভব হলে এই গবেষণার ফলাফল রূপরেখা টানতে সক্ষম হবে দর্শক নির্মাতার শিল্প চাহিদার, মেলবন্ধন ঘটাতে পারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গির; সর্বোপরি সমাজকে উপহার দিতে পারে সফল ও জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম তথা চলচ্চিত্র।

- অতএব, অত্র গবেষণাটির যৌক্তিকতা ব্যাপক বলে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার বিস্তৃত উদ্দেশ্য (broad objective) হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ করে এর বাণিজ্যিক দিক নিয়ে অনুসন্ধান করে এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ সুপারিশ প্রদান করা। তবে বিস্তৃত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (specific objective) বিবেচিত হয়েছে:

- দেশে একটি অর্থপূর্ণ চলচ্চিত্র সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র যে সকল হুমকির সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করাসহ চলচ্চিত্রকে বিকশিত একটি পেশা হিসেবে বেছে নেবার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে এ শিল্পের বর্তমান বাণিজ্যিক দিক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা;

- চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের কোনো অভাব আছে কি না তা অনুসন্ধান করা; এবং

- চলচ্চিত্রের বর্তমান সামগ্রিক বাণিজ্যিক সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণপূর্বক সংকট নিরসনে কর্মপন্থা নির্ণয় করা।

বিষয়বস্তুর পরিধি ও সময়সীমা

এ গবেষণাটি একটি ব্যাপক বিষয়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই গবেষণার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দিকটি সমীক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তদুপরি বাণিজ্যিক চিত্রটির গবেষণা পরিসর আরো প্রসারিত করার সুযোগ থাকলেও তা সময় স্বল্পতার কারণে করা যায়নি। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বরূপ সন্ধান শীর্ষক গবেষণা কর্মটির অধীনে বাণিজ্যিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

মানবসভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগতির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের উৎকর্ষ। আর তা সম্ভব হয়েছে কেবল গবেষকদের জন্য। নানা বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে অজানাকে জানা, নতুন উদ্ভাবন, রোগ-শোক-জরাকে জয় করা সম্ভব। প্রাচীন যুগের সেই গুহাবাসী মানুষ হতে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নির্ভর জগতে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। বাংলা 'গবেষণা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ থেকে, ঋগবেদ থেকে প্রাপ্ত যার অর্থ অন্বেষণ বা অনুসন্ধান; যা মূলত নতুন তথ্য আবিস্কার করে বর্তমান জ্ঞান বৃদ্ধি বা সংশোধনের নিমিত্তে পদ্ধতিগত বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া। ইংরেজি জবংবধৎপয শব্দটির ব্যুৎপত্তি ফরাসী recherche থেকে, যার অর্থ বিস্তারিত অনুসন্ধান। আবার Research মানে Re+search অর্থাৎ পুনরায় অনুসন্ধান, এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

গবেষণাকর্ম হচ্ছে প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধায়ক একটি প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য নব জ্ঞানভাষা রচনা; যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত এবং যার কাজ সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে উদঘাটন করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম এই খোঁজ চলতেই থাকে। আমরা কোনো কিছুর অনুসন্ধান কালে, প্রথমবার অনুসন্ধান করার পর পাওয়া না গেলে পুনরায় অনুসন্ধান করতে হবে, আবারও যদি না পাওয়া যায়, আবারও অনুসন্ধান করতে হবে, এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধান চলবে। সত্যকে জেনে সেই সত্যকে প্রকাশ করার সাহসি-

কতাই গবেষণা। গবেষণার তিনটি ধাপ রয়েছে: প্রথমটি - প্রশ্ন উত্থাপন করা, দ্বিতীয়টি - প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তথ্য সংগ্রহ, এবং তৃতীয়টি প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তরটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। যেকোনো গবেষণায় নতুনত্ব (novelty) থাকতেই হবে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে মানবজাতির জানা ছিল না এমন সত্য আবিস্কার এখানে থাকতে হবে। নতুনত্ব না থাকলে সেটাকে গবেষণা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। গবেষণা হলো সেই নিয়মাবদ্ধ (systematic) পথ যেখানে চলে আমরা নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলি।

জগৎ-সংসার সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে মানুষ প্রথমে যেটা করতে পারে তা হলো ধারণা। কিন্তু ধারণার সাথে বাস্তবের মিল থাকবে এমন নিশ্চয়তা দেয়া অসম্ভব। বাস্তব সত্যটি কি এটা জানার একমাত্র পথটিই হলো গবেষণা। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করে দেবে সত্যের সাথে আমাদের ধারণার কতটুকু মিল বা অমিল আছে। মানুষের সমাজ জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে আসছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক সমস্যাও। ফলে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর কারণে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সামাজিক গবেষণার কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সামাজিক জীবনে নানবিধ সমস্যা বিদ্যমান এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা সংযোজিত হচ্ছে, সেখানে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব আরো বেশি। যেকোনো গবেষণা পদ্ধতি এমনভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন যেন সেটা সহজেই গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

সামাজিক গবেষণা সমাজ জীবনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজে নতুন নতুন সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সমাজকে কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, কীভাবে সর্বাধিক কার্যোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, কীভাবে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করতে হবে - এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা ও সুপারিশ সামাজিক গবেষণাই সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে। কাজেই সামাজিক গবেষণা কেবল তত্ত্বগত উন্নয়নে নয় বরং সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্য প্রকৃত সত্য উদঘাটন। সেই গবেষণা সব সময়ই হতে হবে উচ্চমান সম্পন্ন ও উপকারী। একটি সার্থক গবেষণা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকবে। আর গণমানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী মাধ্যমকে আরো সমৃদ্ধ করতে গবেষণার বিকল্প নেই। মানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে গবেষকরা দেশের চলচ্চিত্রকে আরও জনমুখী ও উন্নতকল্পে ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ গণমানুষের উন্নয়নে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র প্রয়োজন।

সামাজিক বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালনার জন্য একাধিক

গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি মেনে এ গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে আনার জন্য সংখ্যা/পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যসমূহ মাঠকর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সেকেন্ডারি তথ্যের জন্য প্রকাশিত বই, সংবাদপত্র, জার্নাল, আর্কাইভ, ইন্টারনেট প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রীতিসিদ্ধ গবেষণা পদ্ধতি মেনে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। মোটাদাগে এ গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষণ পদ্ধতি, গ্রন্থাগার পদ্ধতি, দর্শক জরিপ পদ্ধতি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার এবং কেন্দ্রীভূত দলগত আলোচনা পদ্ধতি ইত্যাদি টুল্‌স ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত এ সকল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণপূর্বক তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে উদ্ভূত ডিসকোর্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে (সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শন নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে) সামগ্রিক গবেষণা পদ্ধতিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের যথাযথ বিশ্লেষণের উপরই গবেষণার যথার্থতা নির্ভর করে, যা থেকে গবেষণার উদ্দেশ্য ও জিজ্ঞাসাকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। আর বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের সুবিধার্থে উদ্দেশ্যমূলক (purposive) নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের পাশাপাশি বিচার্য (judgmental) নমুনায়ন পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রায়াঙ্গুলেশন অর্থাৎ একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার নৈতিক মূলনীতি মেনে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। আহরিত তথ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ধরে এগোতে হয়। এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য সামনে রেখে একক কোনো গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার না করে তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যকরী একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য গবেষণার চিরায়িত পদ্ধতিমালার পাশাপাশি সমসাময়িক কিছু পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি উক্ত সময়ে বেশ কিছু অভিঘাতের সম্মুখীনও হতে হয়েছে যা নানা সীমাবদ্ধতার জন্য এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। জরিপকর্মে অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্র দর্শকদের অর্থনীতি, সামাজিক সংগঠন, মতাদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষিত এলাকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর চলমান বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

১. নথিপত্র বিশ্লেষণ

নথিপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যা

বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি অন্য পদ্ধতি হতে প্রাপ্ত উপাদান ফলাফল প্রতিষ্ঠায় সমর্থন যুগিয়েছে।

২. দর্শক জরিপ

এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের অপেক্ষাকৃত সহজে নানা শ্রেণিকে নমুনাভুক্ত করে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো তুলনা করে বিভিন্ন চলকের ব্যাখ্যা করা হয়। বাণিজ্যিক বিষয়ে ভোক্তার জরিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। গবেষণায় কিছু পরিমাণগত উপাত্তের জন্য একটি কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দর্শক জরিপের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর জনমিতি সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশার ধরন, আয়, জেন্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

৩. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ

দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও বৈজ্ঞানিক ও ব্যাখ্যামূলক উভয় ধারাতেই তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ গবেষণার আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক/রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বরূপ নিরুপন করা হয়েছে।

৪. কেন্দ্রীভূত দলগত আলোচনা বা Focus Group Discussion (FGD)

সামাজিক বিজ্ঞানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীভূত দলগত আলোচনা (এফজিডি) পদ্ধতি, যা বর্তমানে বিশেষায়িত কিছু ক্ষেত্রে বা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি দলীয় আলোচনা পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক (৮-১২ জন) তথ্যদাতাদের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দল বিন্যাসের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে সম্মিলিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন পেশার তরুণ চলচ্চিত্র দর্শকদের নিয়ে দুটি (একটি ঢাকায় এবং অপরটি খুলনায়) কেন্দ্রীভূত দলগত আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে।

৫. নিবিড় সাক্ষাৎকার

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ

পদ্ধতিতে কোনো বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা চলে। এটি বলতে মূলত সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তির সাথে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে নিবিড় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা বোঝায়। জনসাধারণ কী চিন্তা করে, কীভাবে করে, তাদের অনুভূতি, বর্তমান ও ভবিষ্যত আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি (লীডি এবং অরমন্ড, ২০০১)। মুখ্য তথ্যদাতার গুরুত্ব অপরিসীম। ডরোথি হবসন সর্বপ্রথম এ নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে জ্ঞানকান্ডের অন্যান্য ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রসারিত হয়। সাধারণ সাক্ষাৎকারের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারের কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণ সাক্ষাৎকারের মতো এটি কাঠামোবদ্ধ (structured) নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা উন্মুক্ত (open) অথবা অর্ধ-কাঠামোভিত্তিক (semi-structured)। পুরো প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মূলত সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

গবেষণার শেষ পর্যায়ে চলচ্চিত্র দর্শক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করার এবং নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য মূখ্য তথ্যদাতা নির্বাচন করে নিবিড় সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে। পূর্বে প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা ব্যবহার করার পরিবর্তে মুক্ত গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি সাক্ষাৎকার শেষে পুনঃযাচাই পদ্ধতি (cross check) ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা, প্রদর্শক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক হিসেবে মাননীয় তথ্য মন্ত্রীসহ ১২জন মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। কাঠামো বিহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক সংক্রান্ত তথ্যসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে শিক্ষার হার এবং শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। দেশের জনগণের শিক্ষার এ হার এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা সার্বিকভাবে গবেষণার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ মানুষ মান সম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় তারা সঠিক তথ্য প্রদান করাসহ গবেষণায় সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করার মতো বিষয়গুলো অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। এতে নমুনা থেকে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে যা গবেষণা করার জন্য এবং তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গ্রহণকৃত সিদ্ধান্তের উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ অশিক্ষিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সঠিক তথ্য প্রদান, ভুল তথ্য প্রদান ও তথ্য প্রদানে অসম্মতির মতো বিষয়গুলো প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়, যা গবেষকদেরকে নিরুৎসাহিত করার মতো একটি বড় কারণ হতে

অধ্যায়ে গবেষণাটিতে উদঘাটিত তথ্য-উপাত্ত এবং জ্ঞানভাষা বিশ্লেষণপূর্বক বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শন নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে) গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সামগ্রিকভাবে গবেষণা কর্মের তুলনামূলক বিচারে উপসংহারে একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে, গবেষণা কর্মটির শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্টে অত্র গবেষণার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র, দর্শক জরিপের প্রশ্নাবলী এবং গুরুত্বপূর্ণ/মূখ্য তথ্যদাতাদের (Key Informants) নিবিড় সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

এবং পরিশেষ

এ গবেষণা কর্মটি পরিচালনাকল্পে গবেষক হিসেবে ফেলোপিশ প্রদানের জন্য নির্বাচিত করায় আমি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি রইলো বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাঁর সঠিক পথ, নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনকালে আমি বিভিন্নজনের সহযোগিতা পেয়েছি, যা এই ক্ষুদ্রপরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। গবেষণা সহকারী হিসেবে বিনাশ্রমে কাজ করেছেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীসহ আরও অনেকে। এছাড়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মূখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিশেষজ্ঞদের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সময় প্রদানের জন্য। গবেষণার আংশিক শর্তপূরণের জন্য আয়োজিত সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে খসড়া গবেষণার উপর বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করাসহ পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ড. ফাহমিদুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বই আকারে ছাপার পূর্বে পাণ্ডুলিপিটি মূল্যায়নের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করণে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব অনুপম হায়াৎ-এর প্রতিও রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভিন্নভাবে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে।

খান ফেরদৌসর রহমান

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার প্রকৃতি, তাত্ত্বিক কাঠামো, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা প্রশ্ন

১.১ অবতরণিকা

চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বের এক বিস্ময়কর এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুমাত্রিক মাধ্যম। প্রথমত, শিল্প মাধ্যম - বাণিজ্য ও কলা উভয় অর্থেই; দ্বিতীয়ত, বিনোদন মাধ্যম; এবং তৃতীয়ত ও সর্বোপরি, একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। শিল্পকলার সপ্তম কলা হিসেবে কালের ধারাবাহিকতায় এটি হয়ে উঠেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মাধ্যম। আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে আধুনিক, বলিষ্ঠ এবং মানব মনে ও সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী অসাধারণ এ গণমাধ্যমটি সমাজ, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। চলচ্চিত্র একটি জাতির সেই সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল প্রান্তে সমভাবে জনপ্রিয় এ শিল্প মাধ্যম ক্রমবিকাশের ধারায় বহু বৈশিষ্ট্যে বর্ণাঢ্য হয়েছে - স্বীকৃতি পেয়েছে গণযোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে (ব্যারন এবং ডেভিস, ২০০৩)। সমকালে চলচ্চিত্র খুবই শক্তিশালী এক গণমাধ্যম এবং এর রয়েছে বহুমুখী ও জটিল চরিত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, দর্শকদের জন্য চলচ্চিত্র এক আবেগময় অভিজ্ঞতা (সিরাজ ও মাহমুদ, ২০০১: ১১)।

"চলচ্চিত্র এমন এক অসীম ক্ষমতাশীল দানব যে, কেউই বুঝে উঠতে পারে না একে নিয়ে ঠিক কি করা উচিত" - চ্যাপলিনের এ রূপক-সত্য মন্তব্য শিরোধার্য করে চলচ্চিত্র এখন আমাদের জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবেগ বা ভাবালুতায় পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং তুলনামূলক উদার মানসিকতা গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রভাব কোনো প্রচারপত্র বা সংবাদ প্রতিবেদনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। চলচ্চিত্র গবেষক মির্জা তারেকুল কাদের তাই দেখিয়েছেন, আধুনিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী (কাদের, ২০১১)। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রূপালী পর্দায় আলো ছড়াতে আসে নতুন সব চলচ্চিত্র। আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি রচনায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শট এবং এর প্রয়োগে চলচ্চিত্র কাব্যময় হয়ে ওঠে। শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে নন্দনতত্ত্ব নির্ভর, দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর চলচ্চিত্র যাকে একটা রচনা

(subaltern)-এর সমঅধিকার ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক। সময়কে ধারণ করে এবং অতীতকে টেনে এনে বর্তমানে দাঁড় করিয়ে বর্তমানকে ধরে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে চলচ্চিত্র একটি জাতির সেই সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই হচ্ছে চলচ্চিত্রের উপাদান, যা সময়কে সবচেয়ে সফলভাবে ধারণ করতে সক্ষম। এছাড়া দর্শকদের রুচির উপরও নির্ভর করে চলচ্চিত্রের আধেয়। তবে যতজনে যত কথাই বলুক, চলচ্চিত্রের আধেয়ের গতি-প্রকৃতি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করলেও শেষ পর্যন্ত নজর দিতে হয় তার বাজারের উপর। চলচ্চিত্র একই সাথে শিল্প, পণ্য এবং গণমাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে, এ তিনটি অভিধা চলচ্চিত্রের তিনটি পর্যায়কে নির্দেশ করে। চলচ্চিত্রের উপাদানগত কম্পোজিশনে তা শিল্পরূপ (art), যখন পরিবেশনার জন্য হস্তান্তরিত হয় তখন তা পণ্যরূপ (industiral goods) এবং দর্শকদের কাছে পৌঁছা মাত্র তা যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ গণমাধ্যম (mass media) রূপ লাভ করে (আফসানা, ২০১০:১৩৬)। তবে চলচ্চিত্রে নির্মাতার ইচ্ছেই শেষ কথা। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাইবেন তাই-ই চিত্রায়িত হবে। অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের বিকাশ চলচ্চিত্রের প্রবল প্রতাপকে পৃথিবীব্যাপী কমিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত ঠিকই টিকে আছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র গবেষক সাজেদুল আউয়াল প্রথম দিকের চলচ্চিত্র রচনার ক্ষেত্রে দু'টি প্রবণতা লক্ষ করেছেন; একদল চেয়েছে সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরতে, অন্যদল কল্পিত কোনো বিষয়কে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতে (আউয়াল, ২০১১:১৮)।

চলচ্চিত্রকে বহুমুখী পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যায় এবং এর নির্মাণ কাঠামো কিছু নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ। চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো নতুন কিছু নয়। দিনের পর দিন বিভিন্নজন নানাভাবে নিজ ভাবনার প্রকাশ করতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র যেহেতু শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল মাধ্যম তাই রাষ্ট্র, সরকার ও ব্যক্তি চেয়েছেন চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে। সেই ব্যবহার আবার কখনো হয়েছে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, কখনো মহান আদর্শ প্রচারে, আবার কখনো বা শুধুই শিল্পচর্চায়। একটি ভালো মানের চলচ্চিত্রে দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় - আদর্শিক অন্তঃসার (idealistic substance) এবং বিনোদন বিষয়ক উপাদান (entertaining element)। বিনোদন, বাণিজ্য ও যোগাযোগ - এ তিনটি উদ্দেশ্যের মাত্রাগত পার্থক্যের দরুন সৃষ্টি হয়েছে চলচ্চিত্রের বিবিধ বিভাজন। শুরুতেই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র। সামন্তবাদী অত্যাচার, সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট, পুঁজিবাদের আগ্রাসন এবং সর্বোপরি ভঙ্গুর মূল্যবোধের বিপরীতে ঘুরে দাঁড়ানো। পরে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র আদর্শের বদলে বাণিজ্যের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এ শতাব্দিতে এসে প্রাযুক্তিক

দিক থেকে অনেক এগিয়ে যায় বিশ্ব-চলচ্চিত্র। নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরার হাজার হাজার ফুট রিলের ব্যবহার কিংবা জটিল সম্পাদনাসহ যাবতীয় ঝামেলার অবসান ঘটেছে; যাতে চলচ্চিত্রের কাজ এখন অনেকটাই সহজ হয়েছে।

চলচ্চিত্র একটি দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা পুরো জাতিসত্তাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে। ইতিহাসের প্রারম্ভে কেবল বিনোদনের নিখাদ উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও কালক্রমে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর এ আবিষ্কারটি মানুষের মনন, সৃজনশীলতা এবং মানবিকবোধের গঠনে একটি শক্তিশালী অণুঘটক হিসাবে কাজ করে চলেছে। ভারতীয় প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার আদুর গোপাল কৃষাণের মতে, "চলচ্চিত্র হচ্ছে আমাদের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিলনভূমি।" চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তা ও কর্ম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। অতি সহজেই একটি জাতিকে অন্যটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সভ্যতার এই উদ্ভাবন; সভ্যতার বিকাশেও এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কোনো জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক করে তুলে ধরতে জুড়ি নেই এই মাধ্যমটির। চলচ্চিত্রের আবিস্কারের পর পার হয়েছে বহুকাল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় উদ্ভাবিত হয়েছে বিনোদনের উন্নততর আরও অনেক উপকরণ, কিন্তু চলচ্চিত্রের আবেদন কমে যায়নি তিলমাত্র বরং বেড়ে গেছে বিস্ময়করভাবে। সংস্কৃতিকে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে অনেক উন্নত দেশ মাত্রই চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছে বাহন হিসাবে।

চলচ্চিত্র একটা কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রিও বটে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের চাইতে বেশি পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রি (অ্যাডর্নো, ২০০১)। 'সফলতা' অর্জনের পরই চলচ্চিত্র হয়ে উঠলো সংস্কৃতি-ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রধান বিনোদন পণ্য; যা শুধু মুনাফার দিকেই চোখকে নিয়ে যায়। একদিকে চলচ্চিত্রের পুঁজিবাদী রূপ দর্শককে বিনোদন-বাজারের অক্রিয় ভোক্তায় অবিরত রূপান্তরিত করে, স্বপ্ন ও ভাবালুতায় মোহাচ্ছন্ন রেখে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়ায় ঠেলে দেয় এবং ক্ষমতাবানের মতাদর্শিক হাতিয়ার হয়ে দর্শক মনে আধিপত্য কায়েম করে। অন্যদিকে, এ চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠে 'জনসংস্কৃতি' - যেসব সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলধন নেই, সেসব সাধারণ মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতি; আধিপত্যশীল উচ্চকোটির সংস্কৃতির বিপরীতে গড়ে ওঠা গণসংস্কৃতি যা ওই উচ্চ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রূপে হাজির হয়। তবে বাণিজ্যিক দিক থাকা স্বত্ত্বেও পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হয়েছে চলচ্চিত্র (মুৎসুদ্দী, ১৯৮৭)। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এবং এর নির্মাণ কাঠামো কিছু নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে। নির্মাতার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে নাটকীয়তা, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, সুমধুর গীত, শিহরণমূলক অ্যাকশন, উৎকণ্ঠাময় গতি এবং সর্বোপরি স্বপ্নের চেয়ে সত্য এক জগৎ সৃষ্টি করা। বিনোদনের

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বানিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান

খান ফেরদৌসর রহমান

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান
খান ফেরদৌসর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. রোবায়েদ ফেরদৌস

প্রকাশকাল
জুন ২০১৬
আষাঢ় ১৪২৩

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
কথা এন্টারপ্রাইজ
৩৩ তোপখানা রোড, মেহেরবা প্লাজা, ঢাকা।

মূল্য : ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Bangladesher Cholochitro Shilper Banizzic Shorup Anushandhan by Khan Ferdousour Rahman. Copyright & Publisher : Bangladesh Film Archive, 121 Kazi Nazrul Islam Avenue, Shahbag, Dhaka-1000.
Phone : +88 02 9672259, 9674284, Fax : +88 02 9613867
E-mail : bfarchivebd@gmail.com, Webside : www.bfa.gov.bd

First Edition : June 2016; Ashar 1423
Price : 150/- (One Hundred Fifty Taka Only).
ISBN: 978-984-34-0836-5